C/Q-১)বিদ্যালয়ের ধর্মীয় শিক্ষক আমির স্যার দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদানের সময় বললেন, প্রাণী এবং মানুষের পার্থক্য হচ্ছে 'প্রাণীর শুধু প্রাণ আছে আর মানুষের মন এবং প্রাণ দুটোই আছে,যার মিলিত প্রয়াসে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব বিরাজমান। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধের জাগরণের মাধ্যমে যথার্থ মানুষ হয়ে উঠতে হয়। মনুষ্যত্ববোধহীন মানুষ প্রাণীরই নামান্তর।

খ)'প্রাণিত্বের বাঁধন থেকেমুক্তি' বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

(Hints: প্রাণিত্বের বাঁধন-জৈবিক প্রয়োজন মিটানো)

গ)উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকের সাথে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব 'প্রবন্ধের সাদৃশ্য তুলে ধরো।

উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকের সাথে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব 'প্রবন্ধের সাদৃশ্য হলো প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্ববোধ অর্জনই মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।

জীবসত্তার ঘর থেকে মনুষ্যত্বে উত্তরণের প্রক্রিয়া হচ্ছে শিক্ষা। মানবজীবনকে একটি দোতলা ঘরের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। জীবসত্তা সে ঘরের নিচতলা, আর মানবসত্তা বা

মনুষ্যত্ব সে ঘরের উপরের তলা। শিক্ষাই জীবসত্তাকে মানবসত্তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, শিক্ষার সাহায্যে মনুষ্যত্ববোধের জাগরণের মাধ্যমে যথার্থ মানুষ হয়ে উঠতে হয়। মনুষ্যত্ববোধহীন মানুষ প্রাণীরই নামান্তর।আর মূল্যবোধ হচ্ছে মনুষ্যত্বের মূল। মানুষের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে পারলে মূল্যবোধ সৃষ্টি হবে। উদ্দীপকের আমির স্যারের মতে, মানুষের জীবনে এ মূল্যবাধ তথা মনুষ্যত্বের আলো প্রজ্বলিত হলেই প্রাণী আর মানুষের পার্থক্য ফুটে উঠবে। | মনুষ্যত্বের সে আলো প্রজ্জ্বলিত হবে একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে। শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধ অর্থাৎ মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়; তথাপি মানবজীবনে অন্নবস্ত্রের সুব্যবস্থাও প্রয়োজনীয়। প্রাণিত্বের বাঁধন থেকে মুক্তি লাভের মাধ্যমেই মানুষ নিজেকে শিক্ষার সিঁড়ি বেয়ে মনুষ্যত্বের ঘরে উন্নীত করতে পারে । উদ্দীপকের আলোচ্য বিষয়টিই ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধে প্রকাশিত।

ঘ)”মনুষ্যত্ববোধের জাগরণের মাধ্যমে যথার্থ মানুষ হয়ে উঠতে হয়” ’শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের আলোকে আলোচনা কর।

মনুষ্যত্ববোধের জাগরণের মাধ্যমে যথার্থ মানুষ হয়ে উঠতে হয়” উক্তিটি যথার্থ ও যৌক্তিক ।

মানুষের জীবনে দুটি সত্তা– জীবসত্তা ও মানবসত্তা। জীবসত্তার প্রয়োজনে অন্নবস্ত্রের চিন্তা আসে। শিক্ষার ফলে মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলে অন্নবস্ত্রের সমাধান সহজ হয়। শিক্ষার আসল কাজ মূল্যবোধ সৃষ্টি, জ্ঞান দান নয়; জ্ঞান মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায়মাত্র।

প্রবন্ধে বলা হয়েছে, মূল্যবোধ হচ্ছে মনুষ্যত্বের মূল। আর এর বিকাশ ঘটে শিক্ষার মাধ্যমে । মানুষের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে পারলে মূল্যবোধ সৃষ্টি হবে। শিক্ষা বা জ্ঞান পরিবেশন মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায় হিসেবে আসে। আর যেখানে মূল্যবোধের মূল্য পাওয়া যায় না, সেখানে শিক্ষাও

নেই। শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধ তথা মনুষ্যত্বের স্বাদ লাভ করা যায়। এর জন্য অন্নবস্ত্রের সুব্যবস্থারও প্রয়োজন। তা না হলে জীবনের উন্নয়নে অনেক বিলম্ব ঘটে। উদ্দীপকের মাঝে বলা হয়েছে , কেবল প্রাণের অস্তিত্ব থাকলেই মানুষ হওয়া যায় না। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটাতে হয়। তাই মানুষ আপ্রাণ চেষ্টায় তবে মানুষ হয়ে উঠে।

অতএব বলা যায় , মনুষ্যত্ববোধের জাগরণের মাধ্যমে যথার্থ মানুষ হয়ে উঠতে হয়। মনুষ্যত্বের তাগিদে মানুষকে উন্নত করে তোলার চেষ্টা ভালো, কিন্তু প্রাণিত্বের বাঁধন থেকে মুক্তি না পেলে মনুষ্যত্বের আহ্বান মানুষের মর্মে গিয়ে পৌঁছাতে দেরি হয়। তাই অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে যে মূল্যবোধ সৃষ্টি হয় তাই মনুষ্যত্ব। আর তাই শিক্ষাকে বলা যায় মানুষের মনুষ্যত্বের স্বাদ সাধনা।